بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য এবং এ যুগে একজন সংশোধনকারীর প্রয়োজনীয়তা
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দোয়ার তাহরীক।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্রে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য, বর্তমান যুগে কোনো প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের প্রয়োজনীয়তা আর যুগের চাহিদানুযায়ী এবং আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (সা.) বলেন ঃ

"অকাট্য প্রমাণের লক্ষ্যে আমি একথা প্রকাশ করতে চাই যে, খোদা তা'লা এ যুগকে অন্ধকারে নিমজ্জিত পেয়ে আর বিশ্বকে উদাসীনতা, কুফরী এবং শিরকে নিমজ্জিত দেখে ঈমান, সততা, তাকওয়া ও সাধুতাকে ম্লান হতে দেখে আমাকে প্রেরণ করেছেন, যাতে পৃথিবীতে পুনরায় সেই জ্ঞানগত, ব্যবহারিক, নৈতিক ও ঈমানের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলামকে যেন তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন যারা দর্শন, প্রকৃতিবাদ, স্বেচ্ছাচারীতা, শির্ক এবং নাস্তিকতার পোশাকে এই ঐশী জামা'তের কোনো ক্ষতি করতে চায়। অতএব, হে সত্যের সন্ধানীগণ! প্রনিধাণ করে দেখো! এটি কি সেই সময় নয় যখন ইসলামের জন্য ঐশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এখনও কি তোমাদের কাছে এটি প্রমাণিত হয়নি, বিগত শতাব্দীতে– যেটি ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল (তাতে) ইসলামের ওপর কোন্ কোন্ বিপত্তি আঘাত হেনেছে আর ভ্রষ্টতা ছেয়ে যাওয়ার কারণে কোন্ কোন্ অসহনীয় আঘাত আমাদের সইতে হয়েছে। তোমরা কি এখনও অবগত হও নি যে, কোন্ কোন্ বিপদ ইসলামকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে বা আষ্টেপিষ্টে বেধে রেখেছে। তোমরা কি এখনও এই সংবাদ পাওনি যে, কত মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, কত (মানুষ) খ্রিষ্টধর্মে গিয়ে দীক্ষিত হয়েছে, কত (মানুষ) নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী হয়ে গেছে, শির্ক ও বিদআত কত ব্যাপক পরিসরে তৌহীদ ও সুন্নতের জায়গা দখল করে নিয়েছে আর ইসলামের অসারতা প্রমাণের লক্ষ্যে কতবেশি বই-প্রস্তক রচনা করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়েছে। কাজেই, তোমরা এখন চিন্তা করে বলো যে, এখন কি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই শতাব্দীতে এমন

কোনো ব্যক্তিকে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না? যিনি বহিঃআক্রমণের মোকাবিলা করবেন, যদি প্রয়োজন ছিল তাহলে তোমরা জেনেশুনে (এই) ঐশী নিয়ামতকে অস্বীকার কোরো না এবং সে-ই ব্যক্তি হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না– যাঁর আগমন এই শতাব্দীতে, এই শতাব্দীর অবস্থার নিরিখে অপরিহার্য ছিল। আর শুরু থেকেই মহানবী (সা.) যার সংবাদ দিয়েছিলেন।"

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন ঃ

"অতএব হে সত্যান্বেষীগণ! চিন্তা করে দেখো, এটি কি সেই সময় নয় যখন ইসলামের জন্য ঐশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এখনও পর্যন্ত কি তোমাদের কাছে এটি বোধগম্য হয়নি যে, বিগত তের শতাব্দীতে ইসলামের ওপর কি দুর্দশা আরোপিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টতা ছড়ানোয় কি কি অসহনীয় কষ্ট আমাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে? তোমরা কি এখনও পর্যন্ত অনুধাবন করো নি যে, কি ধরনের বিপদাবলী ইসলামকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে? তোমরা কি এ সংবাদ লাভ করো নি যে, কত মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে! কত মানুষ খ্রিষ্টধর্মেদীক্ষিত হয়েছে! কত মানুষ নাস্তিক এবং প্রকৃতিবাদি হয়ে গেছে এবং কীরূপ শির্ক ও বিদাত, একত্ববাদ ও সুন্নতের স্থান দখল করেছে আর ইসলামের বিরুদ্ধে সমগ্রপৃথিবীতে কি পরিমাণ পুস্তকাদি প্রকাশ এবং প্রচার করা হয়েছে! কাজেই তোমরা চিন্তা করে বলো, এখনও কি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এ শতাব্দীতে এক ব্যক্তির আগমন আবশ্যক নয়; যিনি বাইরের বিরোধীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবেন। যদি প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে তোমরা জেনেশুনে খোদার নিয়ামতকে বাঁধাগ্রস্ত কোরো না এবং এ ব্যক্তির কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না যার আগমন এ শতাব্দীর প্রয়োজন অনুসারে অপরিহার্যছিল এবং সূচনাতেই মহানবী (সা.) যার সুসংবাদ দিয়েছিলেন।"

এরপর তিনি (আ.) কোনো আগমনকারীর সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, কোনো ব্যক্তিকে সত্য বলে গ্রহণের জন্য এটি আবশ্যক নয় যে, কোনো ঐশী গ্রন্থে তাঁর সুস্পষ্ট সংবাদও থাকতে হবে। এই শর্ত অপরিহার্য হলে কোনো নবীর নবুয়্যতই প্রমাণিত হবে না। আসল কথা হলো, কোনো ব্যক্তির নবুয়্যতের দাবির প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম যুগের চাহিদা বা প্রয়োজনকে দেখা হয়। এরপর এটিও দেখা হয় যে, সে নবীদের (আবির্ভাবের) জন্য নির্ধারত সময়ে এসেছে কি না? এছাড়া এটিও প্রণিধান করা হয় যে, খোদা তা'লা তাকে সাহায্য করেছেন কি না? এরপর এটিও দেখতে হয় যে, শত্রুরা যেসব আপত্তি তুলেছে সেসব আপত্তির যথার্থ উত্তর দেওয়া হয়েছে কি না?

এই সমস্ত বিষয় যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন মানতে হবে যে, সেই ব্যক্তি সত্য, নতুবা নয়। এখন এটি সুস্পষ্ট যে, যুগ স্বীয় অবস্থার আলোকে ফরিয়াদ করছে যে, এখন ইসলামী মতভেদ দূর করার লক্ষ্যে এবং বহিঃআক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আধ্যাত্মিকতাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিঃসন্দেহে এক ঐশী সংস্কারকের প্রয়োজন, যিনি পুনরায় দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে ঈমানের শিকড়গুলোতে পানি সিঞ্চন করবেন আর এভাবে মন্দ ও পাপ থেকে মুক্ত করে পুণ্য ও সাধুতার প্রতি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অতএব, একান্ত প্রয়োজনের সময় আমার আগমন এরূপ সুস্পষ্ট যে, আমি ধারণা করতে পারি না যে; চরম বিদ্বেষী ছাড়া অন্য কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে। আর দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ এটি দেখা যে, নবীদের (আগমনের) জন্য নির্ধারিত সময়ে আগমন হয়েছে কি-না? এই শর্তও আমার আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। কেননা নবীরা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যখন ষষ্ঠ সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসবে তখন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ আবির্ভূত হবেন। অতএব, চান্দ্র (মাসের) হিসেব অনুযায়ী ষষ্ঠ সহস্রাব্দ, যা হযরত আদমের আবির্ভাবের সময় থেকে গণনা করা হয়, দীর্ঘদিন পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে আর সৌর (বর্ষের) হিসেব অনুযায়ী ষষ্ঠ সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার পথে। (অর্থাৎ, তা-ও হয়ে গেছে)। এছাড়া আমাদের নবী (সা.) একথা বলেছিলেন যে, 'প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মুজাদ্দিদ আসবেন, যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন' আর এখন এই চতুর্দশ শতাব্দীরও একুশ বছর পার হয়ে গেছে। {তিনি (আ.) যখন বলছিলেন, এটি সে সময়ের কথা} এবং বাইশতম বছর

অতিক্রান্ত হচ্ছে। এখন এটি (কি) একথার নিদর্শন নয় যে, সেই মুজাদ্দিদ এসে গেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন ঃ অ-আহমদীরা মানুক বা না মানুক, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু এটি তো এখন তারা নিজেরাও ডেকে ডেকে বলছে আর সর্বত্র একথা বলা হচ্ছে যে, (এখন) ইসলামে কোনো মাহদী এবং সংস্কারকের প্রয়োজন, যিনি ইসলামের তরির হাল ধরবেন।

কিন্তু যিনি আগমনকারী এবং সেসব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যিনি সময়ের চাহিদা অনুসারে এসেছেন- তাঁকে মানতে তারা প্রস্তুত নয়। একইভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শুধু দাবিই করেননি বরং নিজের সত্যতার সমর্থনে অগণিত নিদর্শনও উপস্থাপন করেছেন। এখানে সেসব (নিদর্শনের সব) উল্লেখ করা সম্ভব নয়, সুতরাং একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, **'একটি সুমহান নিদর্শন হলো, আজ থেকে তেইশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া (গ্রন্থে) এই এলহাম সংরক্ষিত আছে যে, মানুষ এই জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চেষ্টা করবে আর (এজন্য) সকল ষড়যন্ত্র প্রয়োগ করবে, কিন্তু আমি এই জামা'তকে বর্ধিত করব এবং পরিপূর্ণ করব আর তা একটি সেনাদলে পরিণত হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য থাকবে এবং আমি তোমার নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি দান করব আর দূরদূরান্ত হতে দলে দলে মানুষ আসবে এবং সবদিক থেকে আর্থিক সাহায্য আসবে। গৃহগুলোকে প্রশস্ত করো, কেননা ঊর্ধ্বলোকে এর প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন, এখন (ভেবে) দেখো! এটি কোন্ যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যা আজ পূর্ণ হয়েছে। এগুলো খোদার নিদর্শন যা চক্ষুষ্মানরা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু যারা অন্ধ তাদের মতে এখনও কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায়নি।'**

হুযুর আনোয়ার বলেন ঃ আজও আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের এই জামা'তে যোগদান করা, কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া তাঁর (আ.) সত্যতারই প্রমাণ।

আজ পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে তাঁর (আ.) বাণী পৌঁছেনি, যেখানে তাঁর বাণীর কল্যাণে সদাত্মাদের ইসলামের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং কোনো কোনো স্থানে এমন এমন ঘটনা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের পথপ্রদর্শন করেছেন এবং তারা জামা'তে যোগদান করেছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'তের সদস্যদের ঈমানকে আল্লাহ্ তা'লা সুদৃঢ় করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। অতএব, আজও আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের যে দৃশ্যাবলী অবলোকন করছি এগুলো একজন আহমদীর জন্য ঈমানের দৃঢ়তার কারণ।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয় ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট করছেন। কোথায় খ্রিষ্টানরা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য বিস্তারের কথা বলতো আর কোথায় এখন খ্রিষ্টানরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। এত কিছু দেখেও যদি এসব নামসর্বস্ব ধর্মের ঠিকাদারদের দৃষ্টি উন্মোচিত না হয় তাহলে তাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য আহমদীয়া জামা'ত দ্বারা যে কাজ নিচ্ছেন সেটি তো ইনশাআল্লাহ্ তা'লা বিস্তৃত, ফলপ্রদ ও সম্প্রসারিত হবে; কেউ নেই যে খোদার এই কাজকে থামাতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়টিকেও বুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবিকে মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং আমাদেরকে নিজেদের মাঝে সেসব পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ হবে। যা মহানবী (সা.) এর সুন্নতের পথে পরিচালিত হওয়ার ব্যবহারিক চিত্র হবে। আর যখন এমনটি হবে তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারীও হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্যও দান করুন।

এর পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার ফিলিস্তিনের নিপীড়িতদের জন্য দোয়ার তাহরীক করে বলেনঃ ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করুন যা তাদের প্রতি করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এখন কয়েকদিনের জন্য যুদ্ধবিরতি দেওয়া হবে যেন জীবন ধারণের জন্য

অত্যাবশ্যকীয় সাহায্য পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু এরপর কী হবে? সাহায্য পৌঁছিয়ে পুনরায় তাদেরকে মারা হবে? ইসরাঈল সরকারের অভিপ্রায় খুবই ভয়ংকর মনে হচ্ছে। কেননা তাদের সরকারের একজন বিশেষ উপদেষ্টা দু একদিন পূর্বে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, এই যুদ্ধ বিরতির পর যদি পুনরায় দ্রুততম সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ করা না হয় তাহলে আমি সরকার থেকে বেরিয়ে যাব। অতএব এ হলো তাদের চিন্তাভাবনা। বড় বড় পরাশক্তিগুলো বাহ্যত সহানুভূতির কথা বললেও ন্যায়বিচার করতে চায় না। আর এই বিষয়ে তারা আন্তরিকও নয়। তাদের এই অনুধাবন শক্তিই নেই। তারা ভাবছে এটি সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তাদের মাঝে যারা বুদ্ধিমান রয়েছে এখন তারাও বলা আরম্ভ করেছে যে, এই যুদ্ধ শুধু এই এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের দেশ পর্যন্তও পৌঁছে যাবে। মুসলিম সরকারগুলো এখন কিছুটা বলা আরম্ভ করেছে। যেমন শুনেছি সৌদি বাদশাহ্ও বলেছেন যে, মুসলমানদের একতাবদ্ধ হয়ে কথা বলা উচিত। অতএব একতাবদ্ধ হতে হবে আর এর জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের মাঝে যদি এই চেতনা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই চেতনাকে বাস্তবায়িত করারও সামর্থ্য দিন। যাহোক দোয়ার প্রতি অনেক মনোযোগ দিন।

খুতবার শেষাংশে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার কয়েক জনের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। মুরব্বী সিলসিলা আব্দুস সালাম আরেফ সাহেব। মুহাম্মদ কাসেম খান সাহেব কানাডা- তিনি বায়তুল মালের ব্যয় খাতের প্রাক্তন নায়েব নাযের ছিলেন। জামা'তের বিখ্যাত কবি আব্দুল করীম কুদসী সাহেব। মিয়া রফিক আহমদ গোন্দল সাহেব। আমেরিকানিবাসী শ্রদ্ধেয়া নাসীমা লাইক সাহেবা। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমদের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন আর তাদের সন্তানদেরও তাদের পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

24 November 2023

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in